১. সংবেদনের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

সংবেদন হল এক মৌলিক মানসিক বৃত্তি। বাইরের জগতের কোন বস্তুর সঙ্গে যখন আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে তখন ওই বস্তু বা উদ্দীপক সেই ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে এবং সেই উদ্দীপনা অন্তমুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে চালিত হলে,যে প্রাথমিক চেতনার সৃষ্টি হয় তাকেই সংবেদন বলে। এই সংবেদনের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে:-

(i) সংবেদন এক অর্থহীন মৌলিক মানষবৃত্তি, অবিশ্লেষিত প্রাথমিক বোধ বা চেতনা। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সংবেদনকে প্রত্যক্ষ থেকে ভিন্ন করা হয়। প্রাথমিক বোধরূপে সংবেদন অর্থহীন। সংবেদনের অর্থ করলে তা হয় প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ হল বিষয়জ্ঞান, কিন্তু সংবেদন কোন নয়। এ কথা ঠিক যে, সংবেদন না হলে জ্ঞান হয় না, কিন্তু সংবেদন অস্ফুট জ্ঞান, স্ফুট জ্ঞান নয়।

(ii) সংবেদন মানসিক হলেও অ মন-ভিন্ন (not-self) অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে। সংবেদনের কারণ হল উদ্দীপক এবং উদ্দীপক এক জড়শক্তি।

(iii) সংবেদন বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ সম্পর্কে আমাদের তথ্য সরবরাহ করে। সংবেদনের মাধ্যমে আমরা বাহ্যজগতের বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে ও অন্তর্জগতের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক চেতনা লাভ করি।

(iv) সংবেদন বস্তুকেন্দ্রিক (objective), ব্যক্তিকেন্দ্রিক (subjective) নয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সংবেদন অনুভূতি (fecling) থেকে ভিন্ন। নিছক অনুভূতি, যথা-সুখ- ব্যাক্তিকেন্দ্রিক মানসিক অবস্থা, যা কোন বস্তুর গুণের ইঙ্গিত দেয় না। সংবেদনমাত্রই কোন অস্তিত্ববান বস্তুর গুণের নির্দেশ দেয়।

(v) সংবেদন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় (passive) মানসিক অবস্থা। প্রকৃত অর্থে কোন মানসবৃত্তিই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় নয়। কিন্তু সংবেদনের ক্ষেত্রে মনের সক্রিয়তা অন্যান্য মানসিক অবস্থা অপেক্ষা অনেক কম। এ কারণে সংবেদনকে মনের নিষ্ক্রিয় মানসবৃত্তি বলা হয়।